Raniganj Girl's College

Searsole Rajbari, Paschim Bardhaman

Name:— Soumamita Dey

Semester:— 6th (BA 3rd year)

Roll NO:— 422

BA Honours in Political Science

Registration NO:- 18113000429

Project Work:— Core - 14

Woman

Empowerment

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
① প্রকল্প স্বীকৃতি	1
② ভূমিকা	2
③ উদ্দেশ্য	3
④ নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা	4
⑤ নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ	4-5
• অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	4
• সামাজিক ক্ষমতায়ন	4
• রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	5
⑥ নারী অধিকার রক্ষার্থে আইন	5-8
• পণপ্রথা বিরোধী আইন	5-6
• যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত আইন	6-7
• মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হিংসা সংক্রান্ত আইন	7-8
⑦ নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন	9-10
⑧ রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ	10-11
⑨ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী	11-12
⑩ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা	12
⑪ নারীর ক্ষমতায়নে / উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ	12-13

বিষয় | পৃষ্ঠা

- ওয়ান স্টপ সেন্টার — 12-13
- মহিলা হেল্প লাইন — 13

(12) নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ — 13-14

(13) নারীর কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি — 14-16

- বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও — 15-16
- লিঙ্গ বাজেট — 16

(14) নারীর মানবাধিকার — 17

(15) নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত মূল আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ — 17-19

(16) ধর্ষণ মামলায় আসামিদের দ্রুত শাস্তি দেবে দিশা আইন — 19-20

(17) সমতা অর্জনে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য — 20-21

(18) তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগ — 21-22

(19) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা — 22-23

- ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ — 22-23

(20) নারী ক্ষমতায়নের আইন ও বিচারব্যবস্থা — 23

(21) নারী ও বিশ্বায়ন — 23-24

বিষয়	পৃষ্ঠা
(২২) নারী ও অর্থনীতি	24
(২৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণ	25
(২৪) উপসংহার	25
(২5) তথ্যসূত্র	26
(২6) Certificate	27
(২৭) কৃতজ্ঞতা স্বীকার	28

প্রকল্প স্বীকৃতি

আমি আমার শিক্ষক মাননীয় "সুবোধ প্রসাদ রুদ্র" কে কৃতজ্ঞতার বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই যিনি আমাকে এই চমৎকার প্রকল্পটির বিষয়ে স্বর্ণ সুযোগ দিয়েছেন "নারীর ক্ষমতায়নের" যা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমি অনেক নতুন বিষয়ে জানতে পেরেছি।

দ্বিতীয়ত, আমি আমার অন্যান্য সহপাঠী ও শিক্ষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা আমাকে আমার সহ- পাঠীদের ধন্যবাদ জানায় সাহায্যের জন্য।

ছাত্রীর স্বাক্ষর

Soumamita Dey.

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা :- বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষ হলো সামাজিক জীব। এই সামাজিক জীব দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা- নারী ও পুরুষ। নারী - পুরুষ ভেদে সুপ্রাচীনকালের বিষয়টি ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আবহমান কাল ধরে বর্তমান। সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজ হল পুরুষশাসিত ও পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্য এবং ধারাবাহিক বঞ্চনা-লাভ থেকেই মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মহিলাদের উপযুক্ত প্রগতি না ঘটলে সমগ্র সমাজ তথা মানব সভ্যতার সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশ কখনোই সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'শুধুমাত্র দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রগতির মাধ্যমে নারী বিরোধী পক্ষপাত তথা নারীজাতির ওপরে বহুমুখী অবহেলার নিরসন সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন ভিন্নতর পরিকল্পনা যার নাম 'নারীর কর্তৃত্ববাদ'। তাঁর মতে মূলত দুটি পদক্ষেপ এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ — প্রথমত, নারীদের মধ্যে সাক্ষরতা বা শিক্ষার প্রসার; দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট মজুরি বা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সেইসূত্রে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের গুরুত্ব ও সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে মহিলারা ও রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। একটা সামগ্রিক অভ্যাসগত পরিবর্তন প্রয়োজন, যেখানে মেয়েরা নিজেদের সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেবেন। সক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। তাহলে পরিবারের সদস্য হিসাবে শুধুমাত্র নয়, সমগ্র সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সদস্য হিসাবেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠবেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি তত বেশি অগ্রসর হবে।

উদ্দেশ্য :- নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যগুলি হল :-

① রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক — সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকৃত ও বিধিসম্মতভাবে নারীরা যাতে পুরুষদের সঙ্গে সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করেন তার ব্যবস্থা করা।

② দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে নারীরা সমান সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করা।

③ নারীরা যাতে স্বাস্থ্য, সর্বস্তরে উন্নত শিক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবিকা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকনির্দেশ, কাজের সুযোগ, সমান বেতন, কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা, সরকারি দপ্তরে ঢোকার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করা।

④ নারীদের প্রতি সব রকমের সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য আইনি ব্যবস্থাকে জোরদার করা।

⑤ নারী ও পুরুষদের সমান ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গোষ্ঠীগত অভ্যাস বদলানো।

⑥ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ সচেতনতাকে প্রাধান্য দেওয়া।

⑦ নারী ও বালিকাদের উপর সব রকমের হিংসা বন্ধ করা ও বৈষম্য দূর করা।

⑧ নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে নারী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা ও তা সুদৃঢ় করা।

নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা :— প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর সু-স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, নিজস্বতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা ইত্যাদি বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে বোঝায়। অর্থাৎ নারী যদি তার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন হয় এবং নিজের চলার ক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে নিরাপদে যেতে পারে, তবে এমন পরিবেশকে নারীর ক্ষমতায়ন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়ন আসে মন থেকে। এক অন্যকে নিজের প্রতিপক্ষ না ভেবে সমাজের নারী পুরুষ সবাই যদি উদার হয় তবে নারীর ক্ষমতায়নে আর কোনো বাঁধা থাকবে না।

নারীর ক্ষমতায়নের ধরণ :— নারীর ক্ষমতায়নকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা — ① অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ② রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং ③ সামাজিক ক্ষমতায়ন।

① **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন** :— অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। এর পূর্ণ ব্যাখ্যায় বলা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, অভিগম্যতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমতার ভিত্তিতে সুফল ভোগে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

② **সামাজিক ক্ষমতায়ন** :— সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে নারীর অধিকার ভোগের বিষয়টি প্রথমে আসে। সমাজে নারী কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সে ভূমিকা পালনে তার ক্ষমতার চর্চা কতটা গুরুত্ব-পূর্ণ সে বিষয়টি বোঝায়।

③ **রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন** :- রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে রাজনীতি চর্চায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। ভোটপ্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলে সমতার জায়গা অর্জন কতটুকু নিশ্চিত তা জানায়। এর জায়গায় নারী বৈষম্যের শিকার বলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য ক্ষমতায়নের সীমা পুরুষের জন্য এক রকম, নারীর জন্য অন্য রকম। নারীর ক্ষমতায়ন সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন দিক।

নারী অধিকার রক্ষার্থে আইন :- নারী অধিকার রক্ষার্থে তিন প্রকার আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথা — ① পণপ্রথা বিরোধী আইন, ② যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত আইন, ③ নারী উৎপীড়ন সংক্রান্ত আইন।

① **পণপ্রথা বিরোধী আইন** :- হিন্দুশাস্ত্রের একটি অপব্যাখ্যা হল সবস্ত্রা অলংকারা মেয়েকে সম্প্রদান করতে হয়। এইভাবেই শুরু হয় পণপ্রথা। নতুন সংসারে মেয়েটি যাতে সসম্মানে থাকতে পারে বা যত বেশি খরচ করা যাবে তত ভালো পাত্র পাওয়া যাবে এবং সমাজে মেয়ের বাবার সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে — পণের পরিমাণ স্থির করবার জন্য এই ছিল মূল বিবেচ্য বিষয়। এবং এর থেকেই যথাদাবি দাবি মেটাতে না পারার জন্য মেয়েটির উপর অত্যাচার। ছেলের জন্য পণ আদায় করে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বা মেয়ের বিয়েতে খরচ হয়েছে বলে ছেলের বিয়েতে পণ নিয়ে এর উশুল করতে হবে এই মানসিকতাই হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। লোভের এই প্রতিযোগিতা একবিংশ শতাব্দীতেও সমাজে চলছে।

1985 সালে তৈরি হয় Dowry Prohibition Rules। এই বিধির বলে বিয়ের সময় পাত্রপাত্রীকে দেওয়া

উপহার দেওয়া হয় তার একটি তালিকা পণ নিরোধক আধিকারিক-এর কাছে জমা দিতে হয়। কিন্তু এত বছরেও এই বিধির বাস্তবায়ন হল না।

পণ নিরোধক আইনে Dowry Prohibition Officer এই সামাজিক ব্যাধি মোচনের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জেলার Social welfare officer যার দায়িত্ব পণ নিয়ে বিয়ে হচ্ছে কিনা তা দেখা, কিংবা কেউ পণ দাবি করছে কিনা বা পণের দাবি বা তা আদায়ের সহযোগিতা করছে কিনা। কিন্তু এক ব্যক্তির উপর নানান দায়িত্ব, তাই পণ নিরোধক ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ তার পক্ষে নেওয়া বস্তুত অসম্ভব। পণপ্রথা আইনগত উচ্ছেদ করা হলেও বাস্তবিকপক্ষে পণপ্রথা আজও চলছে; তবে বিশ্বায়নের যুগে ধরণটা হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে।

② **যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত আইন** :- 'Sexual harassment' কথাটির নানা রকম বাংলা করা হয়। যথা- যৌন হেনস্থা, যৌন হয়রানি বা যৌন নিপীড়ন। আমরা এক-ঘেয়েমি এড়ানোর জন্য সময় বিশেষে সব শব্দগুলিই প্রয়োজন মতো ব্যবহার করব।

সংক্ষুব্ধ মহিলা বলতে যেকোনো কর্মক্ষেত্রে কর্মরত যেকোনো মহিলাকে বলা হয়েছে। যৌন নিগ্রহ বলতে যে বিষয়গুলিকে বোঝানো হয়েছে তা হল — ① শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা, ② যৌন চাহিদা মেটানোর দাবি বা অনুরোধ, ③ যৌন ইঙ্গিতে পূর্ণ মন্তব্য, ④ পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন, ⑤ শারীরিক বা মৌখিক বা ইঙ্গিতবাহী, যৌনতা পূর্ণ ক্রিয়াকলাপ।

কর্মক্ষেত্র বলতে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্যে পরিচালিত বা প্রতিষ্ঠিত বা নিয়ন্ত্রিত বা সরকারি বিভাগ, সংস্থান উদ্যোগ ইউনিট, প্রতিষ্ঠান, দপ্তর প্রভৃতি অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি কোম্পানি বা কর্পোরেশন বা সমবায় সমাজকে বোঝানো হয়েছে। যেকোনো

বেসরকারি সংগঠন, উদ্যোগ ক্ষেত্রে, অসরকারি সংগঠন (NGO) প্রমোদ ক্ষেত্র, বৃত্তিক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রাঙ্গণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র ইত্যাদি বা হাসপাতাল ও নার্সিংহোম প্রভৃতি এর আওতায় যুক্ত। নিয়োগের সময়ে বায়ু, স্থল, জল বা সমুদ্রপথে কর্মীর সমস্ত ক্ষেত্রে, যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দৈহিক কোনো রকম যৌন আচরণ এই নির্দেশিকার প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

1992 সালে রাজস্থানে ভানোয়ারী দেবী, যিনি শিশু বিবাহ রোধের জন্য কাজ করতে গিয়ে গুর্জর পরিবারের পাঁচজন পুরুষের হাতে ধর্ষিতা হন, তাঁর ন্যায়বিচারের কথা মাথায় রেখে ১৩ আগস্ট, ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট 'বিশাখা নির্দেশিকা' জারি করেন। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেন যে, "each incidence of sexual harassment of women at workplace results in violation of fundamental rights", 'gender equality' and 'the right to life and liberty (JT 1997 (7) SC 384)। এই রায়ে যেমন নিয়োগকর্তার দায়িত্ব, যৌন নিগ্রহের সংজ্ঞা, প্রতিকার, অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, তেমনি ঘটনার প্রেক্ষিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধিসমূহের প্রয়োগের নির্দেশ ও দেওয়া হয়, যথা — IPC section 294, section 344, section 509 ইত্যাদি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই অবস্থা রোধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

③ মহিলাদের বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসা সংক্রান্ত আইন:-

নারী উৎপীড়ন হল সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে নিষ্ঠুর একটি দিক, যার দ্বারা মহিলারা পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। এটি অসম ক্ষমতা সম্পর্কের এক বহিঃপ্রকাশ ও, যা সমাজে নারীদের উপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম করে, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে এবং যা অপর-দিকে সামাজিক অসমতার একটি কারণ। এদেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা যেমন প্রচলিত। National Crime Records Bureau (NCRB)-এর 2011 সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী নিগ্রহে

শিশু নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু বিবাহের ঘটনা আজও ঘটে চলেছে।

নারীর উপর উৎপীড়নকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা — ক) শারীরিক, মানসিক এবং যৌন উৎপীড়ন, যা মূলত সংঘটিত হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। যেমন — ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বা অন্যত্র নির্যাতন, যৌন হয়রানি প্রভৃতি। খ) শারীরিক, মানসিক এবং যৌন উৎপীড়ন যা মূলত পরিবারের মধ্যে ঘটে থাকে, যেমন — পণ সংক্রান্ত উৎপীড়ন, নারীদের উপর অত্যাচার, পরিবারের মধ্যে মহিলা ও শিশুর উপর যৌন হয়রানি, যা সাম্প্রতিককালে দুষ্ট ব্যাধির মতো ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রতিককালের অপরাধগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল গার্হস্থ্য উৎপীড়ন। গার্হস্থ্য উৎপীড়ন বলতে বোঝায়, স্বামী অথবা অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের দ্বারা নারীদের উৎপীড়ন এবং অপব্যবহার। এটি পারিবারিক উৎপীড়নের পুরোপুরি সমার্থক নয়, যা মূলত বোঝায় পরিবারের মধ্যে সংঘটিত সকল প্রকারের উৎপীড়নকে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকে, পুরুষ-নারীর মধ্যে যে বৃহত্তর বৈষম্য রয়েছে তার ফলে মহিলাদের প্রতি পারিবারিক হিংসার প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে, সাম্প্রতিককালে সারা পৃথিবী জুড়েই পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে। ভারতও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। 2005 সালে Protection of women from Domestic violence Act পাস হয়। এতদিন পর্যন্ত চার দেওয়ালের মধ্যে যে হিংসা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটত, এই আইনের মাধ্যমে তার সামাজিক প্রতিকারের সুযোগ হয়েছে। অন্যান্য আইনের থেকে এই আইনের অনেক পার্থক্য। আইনে Protection officer, Shelter Homes এবং Service Provider — এর ব্যবস্থা ছাড়াও বিচারের সময় অন্যের দ্বারায় 'নিষেধ' হিসাবে অন্তর্বর্তী কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করারও ব্যবস্থা আছে।

নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন :- মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। রয়েছে অনেক সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাথার কাহিনী। ঠিক তেমনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনায় রয়েছে আকর্ষণীয় কৌতূহলউদ্দীপক ইতিহাস। কীভাবে নারী নিজেকে পূর্ণ মানব সন্তান ভাবতে শুরু করল, কীভাবে তার জন্য লিখতে শুরু করল, বলতে শুরু করল, কাজ করতে শুরু করল এমন বলা কাহিনী ইতিহাস নারী আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তৈরি করেছে। নারী মানুষ হয়ে জন্মায়। মানব সন্তান হয়ে জন্মায়। এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলছে সংগ্রাম। সে জন্যই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত হল নারীর অধিকার মানবাধিকার। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে নারীর নিজের বিকাশ, সমগ্র সমাজের বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শতাব্দীতে এসে এই অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়াটিকে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে জন্যই নারী আন্দোলন তথা নারীর মানবাধিকার আন্দোলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা তথা নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এটাকেই নারী আন্দোলন বলা হয়। তবে ক্ষমতায়ন করতে, প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হল নারীর নিজেকে মানবিকে জাগরিত করা। সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে একটি বিশেষ সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী-পুরুষের মাঝে একটি বৈষম্যের সংস্কৃতি, বৈষম্যের দর্শন তৈরি করা হয়। যাকে আমরা বলি পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষ-নারী উভয়ের মাঝেই থাকতে পারে। এ উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা আসি, এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি

হয়। তাছাড়াও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা সমাজ-মানসে প্রোথিত আছে। সেজন্যই নারীর অগ্রগমন, নারীর সক্রিয় দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং অনেক ক্ষেত্রে, অনেক মানুষের কাছে সমস্যা তৈরি হলেও বলপূর্বক নারীর প্রতি সহিংসতায় লিপ্ত আছেন, প্রত্যক্ষই নারীর নানা ধরনের অবমাননা দিয়ে তাকে অবদমিত করে তার অগ্রযাত্রা টেনে ধরার অপ-চেষ্টা বিদ্যমান। নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার পথে এটি একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ :— আধুনিক রাষ্ট্র-মানুষের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতি জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ হিসেবে নারী রাজনীতিবিচ্ছিন্ন কোনো জীব নয়। রাজনীতির মূল বিষয় হল ক্ষমতা। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হল রাজনীতি। রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজ ও রাষ্ট্রের সব সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রধান চাবিকাঠি। ফলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মানে শুধু ক্ষমতা-কাঠামোর উচ্চ জায়গায় আরোহণ, এবং ভোগের জন্য সম্পদের মালিকানা দখল নেয়া শুধু নয়, সকলের সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। অথচ, শ্রেণি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে নারীরা আজও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নীতিনির্ধারণ থেকে অনেক দূরে। ফলে মূলধারার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব খুব গৌণ কিংবা অদৃশ্য।

বর্তমান দুনিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের নানা প্রসঙ্গে কথা বলা হলেও এটা, এখন প্রায় স্বীকৃত যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া নারীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। জাতিসংঘ বলছে, রাজনীতিতে কিংবা সরকারে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোতে বা আইনসভায় নারীর অংশগ্রহণ মানে আরো বেশি সমাজে রাজনৈতিক দলের অগ্রাধিকারের তালিকা বদলে দেওয়া, নৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মূলধারার রাজনীতিতে বহুমাত্রিকতা যুক্ত করতে পারা।

আমরা বিশ্বাস করি, সব ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ এবং অনিবার্যভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব পোষণ করার মধ্যে ব্যক্তি মুক্তি ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিতকরণের সাহিত্যে ও সংস্কৃতির। এ কারণে প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিক মার্টিন চেন ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে চিহ্নিত করেছেন। আবার কোনো কোনো তাত্ত্বিক ও গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দেখেছেন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে যেভাবেই একে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরই নাগরিক হিসেবে কিছু মৌলিক অধিকার আছে। সমঅধিকারী জাতি নিয়ে নিজের মর্যাদা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য বৈষয়িক অর্থ উপার্জনের দরকার হয় এবং বিশেষভাবে প্রয়োজন অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থার উপায়, যা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা অর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়। আর রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল কথা নিজের স্বার্থের পক্ষে সম্মিলিত উদ্যোগে নিজের রাজনৈতিক নির্মাণ। নারী-পুরুষ সবার জন্য প্রক্রিয়াগতভাবে যা এক।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী :-- মহিলা ও বালিকাদের শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। বৈষম্য ঘোচাতে, শিক্ষা সার্বজনীন করতে নিরক্ষরতা দূর করতে, লিঙ্গ-সচেতন শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী করতে, মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে এনে তাদের টিকে থাকার হার বাড়াতে। শিক্ষার গুণমানের উন্নতি ঘটাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে মেয়েরা দীর্ঘ শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে পারেন এবং কাজ/ বৃত্তি/ কারিগরি ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের বিশেষ করে তপশিলি, জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর নারী ও বালিকাদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো

সমাধান করা হবে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম কারণ হল শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। এই সমস্যা দূর করতে শিক্ষার সমস্ত স্তরে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। এই সমস্যা দূর করতে শিক্ষার সমস্ত স্তরে শিক্ষক-অভিভাবক শিবিরগুলো চালু করা হবে।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা :- নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা মাত্র ২৬ শতাংশ। এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক নারী এখনও কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। দ্বিতীয়, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা আমাদের দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বিশেষ করে পর্দার কড়াকড়ির কারণে অনেক মুসলিম নারী ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে এগিয়ে আসতে পারছে না। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও চরম দারিদ্র্য নারী শিক্ষার পথে বাধা হিসাবে রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা বিপুল সংখ্যক নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য যে বিশাল উদ্যোগ আয়োজন ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো দরকার তা আমাদের নেই। শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রচলিত ধারায় এগুলো সবার মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে যে বেশ কয়েক যুগ লেগে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

নারীর ক্ষমতায়নে / উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ :-

① **ওয়ান স্টপ সেন্টার :-** ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রকল্পের সূচনা 2015 সালে। পুলিশ, চিকিৎসা, আইনি সহায়তা এবং জরুরিভিত্তিতে নিপীড়িত মেয়েদের আপাতত আশ্রয় সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের টাকাকড়ি যোগান হয় নির্ভয়া তহবিল মারফত। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ইতিমধ্যে 718টি

সেন্টারের ব্যাপারে সেল সেন্টার স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে। আজ পর্যন্ত হয়েছে ২১৩ টি কেন্দ্র। এখন কেন্দ্র সহায়তা করছে 1.55 লক্ষের বেশি মহিলাকে।

② **মহিলা হেল্প লাইন :–** এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে 2015-র 1th এপ্রিল থেকে। মেয়েদের নির্যাতনের অভিযোগে 24 ঘন্টা সাড়া দেওয়াই এর লক্ষ্য। সারা দেশে 181 টেলিফোন নম্বরের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যায়। এই হেল্প লাইন চালু হয়েছে 32 টি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এবং 20 লক্ষেরও বেশী টেলিফোন কল।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ :–

ক্ষমতায়ন হচ্ছে মানুষের বস্তুগত, দৈহিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর সুনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িত। কাজেই নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন একটি পরিবেশের অবস্থাকে বোঝায়, যে অবস্থায় নারী তার জীবনের সকল সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। এটি একটি প্রক্রিয়া, যার মানে হল - একদিনে হঠাৎ করে কারও ক্ষমতায়িত হওয়ার সুযোগ নেই। এজন্য দীর্ঘ ও অব্যাহত উদ্যোগ দরকার হয়। নারীর ক্ষমতায়নের আওতাকে প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক - এই তিন ভাগে দেখানো হয়। অবশ্য আইনগত, তথ্যগতসহ আরও কয়েক বিষয়ের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উঠে এলেও মোটা দাগে উল্লিখিত তিন বিষয়ের ক্ষমতায়নের আওতায়ই সব চলে আসে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন-সহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অর্জনের মান নিয়ে বিতর্ক অতীতেও কিছু প্রশ্ন ছিল, সম্প্রতি প্রশ্নটি আরও জোরালো হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি অবশ্য

মধ্যযুগের দিক থেকে নারীদের অবস্থার দুর্দশা ও অবনতি। যেমন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অভিভাবকদের ছেলেদের অধিকার দিয়ে মেয়েদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। বর্তমান অবস্থা উন্নত হলেও আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নজর থাকায়, তবে গ্রামে আমাদের অনেক দরিদ্র নিরক্ষর দুঃস্থ নারী আমাদের অভিভাবকদের অসচেতনতা ও অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে। মেয়ে হওয়া যায় এমনকি রোগে পড়লে, চিকিৎসা করার আগে ৭০ শতাংশই অভিভাবকদের নিজেদের পকেট থেকে দিতে হয়।

এই সমস্ত পরিবর্তন এসেছে নারীর অবস্থা ও অবস্থানেও। বর্তমান সমাজের প্রায় সব স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হচ্ছে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতি প্রায় সমান। উচ্চতর শিক্ষায় কৃতিত্বের নিদর্শনেও নারীর স্থান খুব উল্লেখযোগ্য অবস্থানে নারী। পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে সরকারি - বেসরকারি ও আধা-সরকারি অফিস - আদালতে, কলকারখানা, স্কুল - কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল - ক্লিনিক এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মতো আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডেও। সরকার পরিচালনায়, রাজনীতিতে, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, আইনশৃঙ্খলা বিভাগেও নারীর অবস্থান ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে পরিবারেও। কারণ তার পিছনে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন এক উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে। তাই এখন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সব ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল পরিবেশে পরিণত করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমরা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি আশা করতে পারব।

<u>নারীর কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি</u> : নারী কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন কার্যসূচিগুলি নিম্নে আলোচিত হল —

① <u>বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও</u> :— বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও সরকারের এক অগ্রণী কার্যসূচি। এই কার্যসূচি রূপায়ণে হাত মিলিয়েছে তিনটি মন্ত্রক — নারী ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কার্যসূচির সূচনা ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে হরিয়ানার পানিপথে। এর সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, শিশু বালকের প্রতি কন্যাশিশু জন্মের অনুপাত বাড়ানো। আবার তাদের উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ, আরও উন্নত পরিবেশ, নারী-পুরুষের অসাম্য দূরীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন। কন্যাশিশু জন্মের হার কম এমন ৪০৫টি জেলার উপর সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। এই কার্যসূচির চার বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই সময় আমাদের সমাজে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও — এর জোরালো ডাক। জাতীয় কার্যসূচি হিসাবে কন্যাশিশুর জন্মের হার বাড়ানোয় এই কার্যসূচি সফল। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সরকার সব জাতির মেয়েদের জাগিয়ে তুলেছে এই কার্যসূচি। কেন্দ্রের পাশাপাশি, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলিও উদ্যোগ নিয়েছে এ ব্যাপারে। বাছাই করা জেলাগুলিতে বেশ কিছু উদ্ভাবনী বা নতুন উদ্যোগের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। লোকজনের মধ্যে কন্যাশিশুর জন্ম হার কমের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে সচেতনতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ১৬১টি জেলার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল-মার্চ, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৬-১৭-র মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য করা গেছে। ১০৪টি জেলায় বেড়েছে কন্যাশিশুর জন্মের অনুপাত। স্বাস্থ্যপরীক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রসব হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখিয়েছে ১৪৬টি জেলা। ২০১৫-১৬ তে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়ে দাঁড়ায় ৮০.৯৭ শতাংশে। এই হার ২০১৩-১৪-য় ছিল ৭৬ শতাংশ। বাছাই করা জেলাগুলিতে প্রতিটি স্কুলে মেয়েদের জন্য শৌচালয় তৈরির লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

১৬১টি জেলায় প্রধান সূচকগুলোর ভিত্তিতে, সরকার বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের আওতায় এনেছে আরও ২৪৪টি জেলা। এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে জেলাশাসকদের মাধ্যমে। সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য, জেলা স্তরে প্রকল্প কার্যকর করার বিষয়ে পরামর্শ ও নির্দেশ থাকে। অনুপাত রাজ্যগুলোর সারণির মাধ্যমে ঢোকানো হবে আরও ২৩৫টি জেলা। সুতরাং, কন্যাশিশুর অনুপাত আরও বাড়ানোর জন্য মত অর্থাৎ ৬৪০টি জেলায় (২০১১ র জনগণনা অনুযায়ী) বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

<u>লিঙ্গ বাজেট</u> :- নারীরা জীবন জুড়েই নানা রকম বৈষম্য অসমতার শিকার হন। এই জেন্ডার সামনে বাজেট এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলে স্বীকৃত। লিঙ্গ বাজেটের প্রকল্পে দেশে ও রাজ্যগুলিতে নীতি তৈরি থেকে নানা স্তরে — সবক্ষেত্রেই এই বাজেটকে ঠাঁই দেওয়া সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। কেন্দ্র এই প্রকল্প সারাদেশে লিঙ্গ বাজেট প্রক্রিয়া জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য দেয়। এতদিন অর্থ বছরে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ১৮০টিরও বেশি কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

মন্ত্রকের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৫৭টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তর লিঙ্গ বাজেট সেল গঠন করেছে। লিঙ্গ বাজেট সংক্রান্ত সরকারি কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ২৯টি রাজ্য সরকার রাজ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চিহ্নিত করেছে।

নারীর মানবাধিকার :- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে নারীরা একজন মানুষ হিসেবে তাদের জন্য যেসব অধিকারগুলো পুরুষের মতো সমভাবে ভোগ করতে পারে না। বাস্তবিক প্রায় প্রতিটি দেশের প্রচলিত সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, প্রথা ও ঐতিহ্য ও অনেক আইন-কানুন দুঃখজনকভাবে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক হওয়ায় তা তাদের মানবাধিকারকে সংকুচিত করেছে। স্বাভাবিক কারণে তাই নারীরা সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার হরণের শিকার।

নারীর মানবাধিকার সুরক্ষা কারো অনুগ্রহ নয়, বরং তা মানুষ হিসেবে তাদের জন্মগত ন্যায্য অধিকার। নারীর মানবাধিকার যুক্ত নানা বিষয়ের অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয়, সম্পদ, সম্পত্তি, পোশাক ও পছন্দ-অপছন্দ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, মত-প্রকাশ, সিদ্ধান্তগ্রহণ, রাজনীতি-অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে মুক্তি সব কিছুতেই নারীর সমান অধিকার। এগুলো হল নারীর মানুষ হিসেবে জন্মগত ও সহজাত অধিকার। কিন্তু প্রচলিত মানবাধিকার ধারণা ও কাঠামো নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট নয়। নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজন আরও বাড়তি উদ্যোগ। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে প্রাপ্য সকল অধিকার উপভোগের জন্য নারীকে সক্ষম করে তুলতে বিশেষ মনোযোগ ও হস্তক্ষেপ আবশ্যক। নারীর মানবাধিকারকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা জরুরি।

নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত কিছু আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ :- নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত কিছু আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলি নিম্নে আলোচিত হল :—

(1) ১৯৪৫: নারী পুরুষের প্রতি সমতার নীতিমালা সম্বলিত করে জাতিসংঘ সনদ গৃহীত

(2) ১৯৪৬: নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন গঠন।

(3) ১৯৪৮: সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত।

(4) ১৯৪৯: মানুষ পাচার ও দেহ ব্যবসার মাধ্যমে শোষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন।

(5) ১৯৫১: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমান কাজের সমান মজুরি সনদ অনুমোদন।

(6) ১৯৫২: নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ গ্রহণ।

(7) ১৯৫৭: বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন।

(8) ১৯৬০: শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদ অনুমোদন।

(9) ১৯৬৬: জাতিসংঘ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ গৃহীত।

(10) ১৯৬৭: নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৬৮ : তেহরানে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার সম্মেলনের ঘোষণায় নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার আহ্বান।

১৯৭৪ : জরুরি অবস্থা ও যুদ্ধ অবস্থায় নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও তাদের প্রতি নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণা গ্রহণ।

১৯৭৫ : আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালন এবং প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

ধর্ষণ মামলায় আসামিদের দ্রুত শাস্তি দেবে দিশা আইন :- ধর্ষণ মামলায় আসামিদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করতে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য। এখন থেকে যেসব ধর্ষণের মামলায় অপরাধ প্রমাণিত হবে, সেসব মামলায় রায় ২১ দিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। নতুন এই আইনের নাম দেওয়া হয়েছে দিশা আইন। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি তেলেঙ্গানা রাজ্যে এক নারী পশুচিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয় গোটা ভারত। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ওই নারীর শুধু ধর্ষণ মামলা, অ্যাসিড নিক্ষেপ মামলার ক্ষেত্রেও দ্রুত রায় কার্যকর করবে নতুন এই আইন। আইন অনুযায়ী, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ থাকলে আসামির ১৪ দিনের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করতে হবে এবং ২১ দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা করতে হবে। গত সপ্তাহে বিধানসভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জগন রেড্ডি। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় দ্রুত বিচারের জন্য প্রতি জেলায় বিশেষ আদালত স্থাপনের বিধানও রাখা হয়েছে।

এছাড়া নতুন আইন অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নারীকে অবজ্ঞা করে কেউ কোনো পোস্ট দিলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমবার এমন অপরাধ করলে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। এরপরও যদি কেউ অপরাধ করলে দ্বিগুণ অর্থাৎ চার বছরের কারাদণ্ড ভুগবে। শিশু নির্যাতনকারীদের শাস্তি আরও বাড়ানো হয়েছে। কারোর বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে ১০ থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড পেতে হবে। অপরাধের মাত্রাভেদে এই শাস্তি বাড়তেও পারে।

সমতা অর্জনে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য :- বিশ্ব নারী দিবসে জাতিসংঘ প্রতি বছর ছোট ছোট অনেক সুন্দর ভাব ও স্লোগান তৈরি করে। এবারের প্রচারণা স্লোগান হচ্ছে — Each for Equal বা 'সমতার জন্য প্রত্যেকে', অর্থাৎ নারী সমতার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন, সেটির জোর দেওয়া হয়েছে। একটি সমতাভিত্তিক সমাজ হচ্ছে একটি ক্ষমতায়িত সমাজ। সেখানে নারীর সমতার জন্য আমরা প্রত্যেকেই ভূমিকা রাখতে পারি। এদিকে আরো সম্প্রসারিত করে বলা যায়, নারীর সমতা শুধু নারীর বিষয় নয়। এটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। কেননা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য নারীর সমান অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। নারীর অর্জনকে উদযাপন করে এবং নারীবিদ্বেষী মানসিকতা ও অসমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আমরা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারি। এটিই এবারের নারী দিবসের অন্তর্নিহিত অর্থ। আর 'সমতার জন্য প্রত্যেকে' — এ স্লোগান শুধু ৮ মার্চ ২০২০-এর জন্য প্রযোজ্য নয়। সারা বছর ধরেই এ লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

প্রকল্পের প্রোগ্রামে ছয়টি অংশে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নারীদের সমর্থন করা। দ্বিতীয়ত, খেলাধুলায় নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। তৃতীয়ত, নারীরা যাতে আরো বিকশিত হতে পারেন, সেজন্য কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। চতুর্থত, নারীরা যাতে স্বাধীনভাবে আয় করতে পারেন, সেজন্য সহায়তা করা। পঞ্চমত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত করা। ষষ্ঠত, নারীর সৃজনশীল কাজকে আরো তুলে ধরা। সন্দেহের অবকাশ নেই, একটি স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধিশালী এবং সবুজ সমাজ ও পৃথিবীর জন্য উল্লিখিত লক্ষ্যগুলোয় সফলতা আনা অপরিহার্য। সমাজের সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জন করতে হলে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আর সেটি অর্জন করতে হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পূর্বশর্ত। সরকারের সঠিক নীতি ও বাস্তব নীতিমালা এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেটি অর্জন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য :-

① প্রযুক্তির ব্যবহার ও কাণ্ডারশিপ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা।

② তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

③ নারী ও কন্যাশিশুর জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সেবা নিশ্চিত করা।

④ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারী ও কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বাড়ানো।

⑤ কম্পিউটার চালনা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল, অনলাইন যোগাযোগ, তথ্য সেবা এবং অনলাইন সংবাদ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

21

৬. নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সব বিরূপের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য দূর করা।

৭. সহকর্মীর আচরণ ও মনোভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

৯. নারীকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা।

১০. নারীকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

১১. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য নারীকে সং-যোজিত করা।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা :- স্বাধীনতার ৭১ বছর পরেও সমাজে বিভিন্নক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসমতা বর্তমান। তবে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, নারী কেবল পুরুষের পদধূলি না হয়ে থেকে তার বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি কল্পে এগিয়ে এসেছে বহুবার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এরকম বহু নারী বিপ্লবী আছেন যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে। সেই বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে এখনকার নারীরা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে চলেছে পুরুষের পায়ে পা মিলিয়ে। যথা —

ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ :- ১৮২৮ খ্রিঃ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী সেনারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে লক্ষ্মীবাঈও ঝাঁসি উদ্ধারে তাদের সাথে যোগ দেন। বীরবালা স্বয়ং তরবারি, বর্ম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে যোদ্ধাবেশে আবৃত হয়ে

ঝাঁসীর রাণী ছিলেন। 'মেরি ঝাঁসি দেঙ্গে নেহি' তার এই হুঙ্কারে কেঁপে উঠে ইংরেজ শাসক। ভারতমাতার বীর কন্যা অকালে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৯ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে বি-দেশীর গুলির আঘাতে ভারতমাতার কোলে নিদ্রা গেলেন।

নারী ক্ষমতায়নের আইন ও বিচার ব্যবস্থা :— নারীদের চাহিদা অনুযায়ী, বিশেষ করে পারিবারিক হিংসা ও ব্যক্তি-গত আক্রমণের ঘটনায়, বিচার ও আইনি ব্যবস্থাকে আরও সংবেদনশীল ও লিঙ্গ-সচেতন করা হবে। নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে এবং পুরনো আইন সংস্কার করা হবে যাতে বিচার দ্রুত হয় এবং অপরাধীদের অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়।

নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সম্প্রদায় গোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোষ ও অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত 'পার্সোনাল ল' বদল করতে উৎসাহ দেওয়া হবে।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত নিয়মনীতি নারীদের প্রতিকূল করে রেখেছে। নারী-পুরুষ সাম্য যাতে বজায় থাকে সে দিকে দৃষ্টি রেখে সর্ব-সম্মতির ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে।

নারী ও বিশ্বায়ন :— বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতা-য়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী যে প্রচার ও প্রসার চলছে তা নারীকে তার স্বকীয় সত্তা থেকে সামাজিক সত্তায় পরিণত করছে। তবে এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রচারপত্রে বিজ্ঞাপনে নারী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিণত হচ্ছে যৌন-বস্তু সত্তা

হয়েছে। বিশ্বায়ন নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ এনে দিয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্যের দিক দিয়ে এর প্রভাব পুরোপুরি মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই মূলত, কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের কাছে মূল-মন্ত্র সুযোগ সমীক্ষার দায় দিয়েছে, নারীর জীবিকার সুযোগ ও জীবিকার মানোন্নয়নে নতুন পদক্ষেপ আবশ্যিক। কিন্তু অর্থনীতি প্রসারের সুফল বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, দারিদ্র্য মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে, অসংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় নিরাপত্তাহীন কাজের পরিবেশ ও কাজের অবস্থার জন্য অবনতির বাড়ছে লিঙ্গ বৈষম্য। বিশ্বায়নের নেতিবাচক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের মোকাবিলা করতে নারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

<u>নারী ও অর্থনীতি</u> :- বৃহৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি রূপায়নে নারী-প্রতিনিধির ভাবনা বস্তু দেওয়ার জন্য তাঁদের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদক ও কর্মী হিসেবে তাঁদের অবদানের প্রথাগত এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তাঁদের কাজের সুযোগ ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কে যথাযথ নীতি গ্রহণ করা হবে। <u>এর মধ্যে রয়েছে</u> : -

- কর্মী ও উৎপাদক হিসেবে নারীর অবদান বোঝাতে যে প্রয়োজনে কাজের চিরাচরিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্সংজ্ঞায়িত করা হবে। যেমন জনগণনা রিপোর্ট।
- জাতীয় এবং স্থানীয় স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার কাজগুলি করার ব্যাপারে উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ :- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নীতিমালার জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সবকটি স্তর সহ সর্বত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় যোগদান ও সমান ভাগ সু-নিশ্চিত করা হবে। এর জন্য তাঁদের সমান অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পরিষদীয়, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, কর্পোরেট, বিধিবদ্ধ সংস্থা, উপদেষ্টা কমিশন, কমিটি, বোর্ড ও ট্রাস্টি পরিষদ সহ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নারীদের সমান ও পূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত করতে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দরকার হলে, এমনকী উচ্চতর পরিষদীয় প্রক্রিয়াতেও সময় বেঁধে কোটা/সংরক্ষণ চালু করার মতো সদর্থক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মেয়েরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তার জন্য নারী-বান্ধব নীতি গ্রহণ করা হবে।

উপসংহার :- "কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়েছে, সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী" — কাজী নজরুল ইসলাম।

জগৎ সংসারে নারীকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। নিজের সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখানোর মাধ্যমে একজন 'মা' নারী হিসেবে জীবনের সার্থকতা লাভ করে। যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন একজন মায়েরও জন্ম হয়। এছাড়া স্ত্রী, বোন কন্যাসহ মর্যাদাপূর্ণ সব সম্পর্কের বাঁধনে নারীরা সমাজের সাথে আবদ্ধ। তারা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের অধিকার ও সুসম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তথ্যসূত্র

'ভারতীয় সংবিধানের প্রকাশনী' আমি ইন্টারনেটের সাহায্যে, ও 'অনাদিকুমার মহাপাত্র - এর 'ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি' নামক বই থেকে এবং আমাদের মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শিক্ষক সুদীপ্ত প্রামাণিক স্যারের এবং সহপাঠী ও আমার অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকার সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি তৈরী করতে পেরেছি।

CERTIFICATE

fied that Project Work Submitted by Soumamita Dey
n the super vision of Subodh Prashad Rajak as a
Cumriculam for the project fulfillment of the
of the 6th Semester Honours Final examination.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের রূপায়ণের সম্পর্কে কোনো রূপে অভিজ্ঞতা-হীনতা না থাকলেও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক-সুবোধ প্রসাদ বড়ুয়া এর কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ পাওয়ায় এই কাজে আমি অনুপ্রাণিত হই এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজটি সম্পূর্ণ করি।

এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়াও বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ এবং তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার সহপাঠীদের দ্বারাও বিভিন্ন ভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য করেছে।

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ছাত্রীর স্বাক্ষর

Soumamita Dey.